106961 - মোবাইল থেকে কুরআন পড়ার জন্য কি পবিত্রতা শর্ত?

প্রশ্ন

কিছু কিছু মোবাইলে কুরআন পড়ার জন্য অ্যাপ থাকে, যেটা থেকে যে কোনো সময়ে মোবাইলের স্ক্রীনে কুরআন পড়া যায়। মোবাইল থেকে কুরআন পড়ার আগে কি পবিত্রতার আবশ্যকতা আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মোবাইলগুলোতে লিখিত বা রেকর্ডকৃত যে কুরআন আছে সেগুলো মুসহাফের হুকুমে পড়বে না। তাই পবিত্রতা ছাড়া সেগুলো স্পর্শ করা যাবে এবং এগুলো নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা যাবে। কারণ মোবাইলে লিখিত কুরআন মুসহাফে লিখিত কুরআনের মত না। এগুলো এমন কিছু তরঙ্গ যেগুলো আসে; আবার চলে যায়। এগুলো স্থায়ী কোনো হরফ না। আর মোবাইলে কুরআন ছাড়া অন্যান্য জিনিসও রয়েছে।

শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে নাসের আল-বার্রাককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: পবিত্রতা ছাড়া মোবাইল থেকে কুরআন পড়ার হুকুম কী?

তিনি হাফিযাহুল্লাহ উত্তরে বলেন:

“উত্তর হলো: সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম এমন নবীর প্রতি, যার পরে কোনো নবী নেই। অতঃপর:

মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার শর্ত নেই; শুধু বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত। যদিও মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াতের জন্যেও পবিত্র থাকা উত্তম। কারণ এটা আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর বাণীর পূর্ণ সম্মান হল কেবল পবিত্র অবস্থাতেই সেটা পাঠ করা।

আর মুসহাফ থেকে পড়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো মুসহাফ স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। কারণ প্রসিদ্ধ হাদীস আছে: “পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না”। এছাড়া সাহাবী-তাবেয়ীদের থেকেও এই মর্মে আছার (তাদের কথা, কাজ বা অনুমোদন) বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ আলেম এই অভিমতের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের অভিমত হলো: ওযুবিহীন ব্যক্তির জন্য মুসহাফ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; হোক সেটা তেলাওয়াতের জন্য স্পর্শ করা বা ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে।

এর থকেে প্রতীয়মান হয় যে, মোবাইলসহ অন্যান্য যে সব যন্ত্রে কুরআন ধারণ করা হয় সগেুলো মুসহাফরে হুকুমে পড়বে না। কারণ এই সব যন্ত্রে কুরআনরে হরফরে উপস্থতিি মুসহাফে হরফরে উপস্থতিি থকেে ভন্নি। হরফগুলো এসব যন্ত্রে পাঠযোগ্য ফরমটেে থাকে না; বরং তরঙ্গ আকারে কুরআন আছে। যখন চাওয়া হয় তখন তরঙ্গরে সাহায্যে হরফগুলো গঠতি হয়ে স্ক্রীনে ভসেে উঠে। আবার অন্য কছিু চালু করলে হরফগুলো স্ক্রীন থকেে সরে যায়। তাই মোবাইল বা ক্যাসটেে কুরআন ধারণ করা হলে সগেুলো স্পর্শ করা বধৈ। অপবত্রি অবস্থায়ও সগেুলো থকেে কুরআন পড়া জায়যে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।”[নূরুল ইসলাম ওয়বেসাইট থকেে সংকলতি]

শাইখ সালহি আল-ফাওযান হাফযিাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি:

আমি কুরআন পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী। সাধারণতঃ আমি আগভোগে মসজদিে যাই। আমার সাথে আপডটে ভার্সনরে মোবাইল আছে। যে মোবাইলে সম্পূর্ণ কুরআনরে প্রোগ্রাম আছে। মাঝে মাঝে আমার ওযু থাকে না। তখনও যতটুকু পারি পড়ি। আমি কয়কে পারা পড়ি। মোবাইল থকেে কুরআন পড়ার ক্ষত্রেে আমার জন্য কি পবত্রিতা অর্জন করা আবশ্যক?

তনিি উত্তর দনে:

“এটা মানুষরে মাঝে প্রকাশ পাওয়া বলিাসতিার অন্তর্ভুক্ত। আলহামদুলল্লিাহ, মসজদিগুলোতে মুসহাফরে উন্নত ছাপা পর্যাপ্ত পরমিাণে রয়ছেে। মোবাইল থকেে পড়ার প্রয়োজন নইে। কন্তিু যদি এমনটা (প্রশ্নরে মত) হয়, তাহলে সটো মুসহাফরে হুকুমে পড়বে বলে আমরা মনে করি না।

মুসহাফ কবেল পবত্রি ব্যক্তইি স্পর্শ করে, যমেনটা হাদীস আছে: “পবত্রি ব্যক্তি ছাড়া কউে যনে কুরআন স্পর্শ না করে।” মোবাইল মুসহাফ অভধিায় পড়ে না।”[সমাপ্ত]

মোবাইল থকেে কুরআন পড়া ঋতুবতী নারীর জন্য সহজতা। এছাড়া যার পক্ষে কুরআন বহন করা অসম্ভব অথবা যে ব্যক্তি এমন স্থানে আছে যখোনে অযু করা কঠনি তার জন্যও

শথিলিতা। কারণ মোবাইলে পড়ার সময় স্পর্শ করার ক্ষত্রেে পবত্রিতার শর্ত নইে যমেনটা আগে উল্লখে করা হয়ছেে।